EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

কসোভোর স্বাধীনতা প্রসঙ্গ

গীতা পাসি
বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত

সমগ্র ইউরোপের স্বাধীনতা ও শান্তির লক্ষ্যে মহাদেশের দেশগুলো যে বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতি সমর্থন জানায়। কসোভোর স্বাধীনতার স্বীকৃতি সেখানকার জনগণ এবং তাদের প্রতিবেশী উভয়কেই ১৯৯০ সালের সংঘাতময় পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে। এর ফলে তারা এখন অবিভক্ত এক ইউরো-আটলান্টিক গোষ্ঠীর সাথে অঙ্গীভূত হওয়ার স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যেতে পারবে। আর এই স্বাধীনতা যুগোশ্লাভিয়ার শথগতিতে ভাঙ্গনের চূড়ান্ত পর্যায়েরই ইঙ্গিত দেয়।

ইউরোপে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রায় শতবর্ষ ধরে প্রেসিডেন্ট বুশসহ তার আগেকার প্রেসিডেন্টদের বৈদেশিক নীতির মৌলিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমাদের সম্পৃক্ততা থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ দফা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মার্শাল পরিকল্পনা, ন্যাটোর প্রতি সমর্থন, বার্লিন প্রাচীরের পতনের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্প্রসারণসহ সবসময়ই যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের নিরাপত্তা ও কল্যাণে দায়িত্ব ও অঙ্গীকার প্রদর্শন করেছে।

১৯৮৯ সাল থেকে শুরু করে জাতিগত আলবেনীয়রা (কসোভোর জনসংখ্যার ৯০ শতাংশেরও বেশি আলবেনীয় জাতিগোষ্ঠীভুক্ত) স্লোভোদান মিলোসেভিচের সরকারের নৃশংস নির্যাতন এবং জাতিগত নিধনের স্বীকার হয়েছে। এরপর ১৯৯৯ সালে ন্যাটোর হস্তক্ষেপের কারণে সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে আসে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১২৪৪ নম্বর প্রস্তাব মোতাবেক কসোভোতে বেলগ্রেডের শাসনের অবসান ঘটে এবং সেখানে জাতিসংঘের একটি অস্থায়ী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর বিগত নয় বছর যাবৎ কসোভোর জনগণ তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে তা জানার জন্য ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করেছে।

নয় বছর যথেষ্ট দীর্ঘ সময়। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র কসোভো সমস্যার পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করতে আলোচনার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে। গত দুই বছরে দুই দফা আলোচনা সত্ত্বেও উভয় পক্ষই কসোভোর স্বাধীনতা প্রশ্নে মীমাংসার অযোগ্য অবস্থানে অনড় থাকে। প্রথম দফা আলোচনায় নেতৃত্ব দেন

জাতিসংঘের বিশেষ দূত মার্টি আহ্‌টিসারি এবং দ্বিতীয় দফার নেতৃত্বে ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ত্রয়ীশক্তি। এই অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে বিশেষ দূত আহ্‌টিসারি কসোভোর মর্যাদা কি হবে তা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব তৈরি করেন। এতে সুপারিশ করা হয় যে কসোভো আপাতত স্বাধীন হবে, তবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন প্রদান করে। আমরা সবাই একমত হয়েছি যে স্বাধীনতাই কসোভোর জন্য একমাত্র বাস্তবসম্মত সমাধান। দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের দীর্ঘ ইতিহাসের কারণে সার্বিয়া ও কসোভোর জনগণ একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আর একসাথে থাকতে পারবে না। খণ্ডিত যুগোস্লাভিয়ার বিভিন্ন অংশগুলোকে পুনরায় জোড়া দেওয়া আর সম্ভব নয়।

পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে সংকটের দিকে যাওয়ার আগেই ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেয় কিছু করার। আমরা চাইনি যে স্থিতাবস্থা অব্যাহতভাবে চলুক -- এভাবে অনিশ্চিত পরিস্থিতি চলতে থাকলে কসোভো পরিণত হবে হতাশা ও অস্থিতিশীলতার আঁতুড়ঘরে যা সমগ্র ইউরোপের জন্য বয়ে আনবে নিদারুণ পরিণাম। আমরা চাইনি কসোভোর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেশটির অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করুক, কসোভো আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক থেকে পাওনা ঋণ থেকে বঞ্চিত হোক।

কসোভো আজ স্বাধীন। আমাদের কাজ হল কসোভোর নেতৃবৃন্দ এবং জনগণকে সাহায্য করা যাতে তারা কসোভোকে একটি স্বাবলম্বী, বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারে; দেশটিকে যাতে আন্তর্জাতিক সমাজের পোষ্য হতে না হয়। আমরা গভীরভাবে অভিভূত যে কসোভোর নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে অঙ্গীকার করেছে যে তারা গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ মান অর্জন করবে, বিশেষ করে তারা সকল জাতিগত পটভূমি থেকে আসা নাগরিকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। যেমনটি প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, "এসকল মূলনীতি মানুষের মর্যাদা সমুন্নত করে; এসকল মূল্যবোধ আমেরিকা তার বন্ধুর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে।"

কসোভোবাসীদের এসব আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশীদের মনেও গভীরভাবে অনুরণিত হওয়া উচিত যারা নিজেরাও প্রায় চার দশক আগে জাতিগত, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট একটি রাষ্ট্র থেকে স্বাধীনতা চেয়েছিল। এজন্য একটি স্বাধীন কসোভোকে স্বাগত জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাংলাদেশের প্রতি আমরা আহবান জানাই, যাতে করে সে দেশের জনগণ ঠিক আপনাদের মতই পুরোপুরিভাবে জাতিসত্তার সুফল ভোগ করতে পারে।

কসোভোর স্বাধীনতা থেকে ইউরোপের অন্য কোন দেশই সার্বিয়ার মত এতটা বেশি লাভবান হবে না। ফলাফল নিয়ে আরো বেশি চিন্তা কসোভো নিয়ে সার্বিয়ার মোহকে আরো দীর্ঘায়িত করত এবং মিথ্যা আশা

জাগাত, যার ফলে নিজ দেশের নাগরিকদের সমস্যা মোকাবেলা এবং ইউরোপে সার্বিয়ার নিজস্ব ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা থেকে সার্বিয়ার নেতৃবৃন্দের মনোযোগ অন্যদিকে সরে যেত। সার্বিয়ার জনগণ আরো বেশি কিছু পাবার অধিকার রাখে এবং সত্যিকার অর্থে তারা সেটাই চাইছে।

এধরনের অনেক কিছুই শোনা গেছে যে সার্বরা কসোভোর প্রতি প্রবল জাতীয়তাবাদী আবেগ এবং রোমান্টিক আসক্তি অনুভব করে। সত্যিকার অর্থে, মতামত জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি সার্বীয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় এবং কসোভোর ভাগ্যে কি আছে তার চেয়ে তাদের বেকারত্বের সমস্যাকেই তারা বড় হিসেবে উল্লেখ করেছে। এখন সার্বিয়ার প্রয়োজন ইউরোপ, ট্রান্সআটলান্টিক গোষ্ঠী এবং বিশ্বের অন্যত্র তার উপযুক্ত অবস্থান তৈরি করা। ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র তাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। ইউরো-আটলান্টিক গোষ্ঠীতে অন্যান্য জাতি যোগ দিয়ে ব্যাপক সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে। আর এই প্রতিশ্রুতিই এখন দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের মহান জাতিসমূহকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। যুগোশ্লাভিয়ার মৃত্যুর বেদনা এখন ইতিহাসের অংশ। যুদ্ধের গ্লানিকর দায় মোচন করে আমরা এবার সবার জন্য উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পথে একযোগে এগিয়ে যেতে পারি।

==========

বিভাগীয় সম্পাদকের প্রতি অনুরোধ: আপনি যদি এই লেখাটি ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে অনুগ্রহ করে সম্পূর্ণ লেখাটিই ছাপুন। কোনো প্রকার সম্পাদনা না করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

জিআর/ ২০০৮

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov*) *যোগাযোগ করুন।*